033

তারিখ 01 JUL 1985 পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

অর্থনৈতিক জরিপ

১৯৮৪-৮৫ঃ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সার্বিক ব্যর্থতা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

১৯৮৪-৮৫ আর্থিক সাল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শোচনীয় ব্যর্থতা, কৃষি ও শিল্পখাতে বন্ধ্যাত্ব, অতিরিক্ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক লেনদেনের ভারসাম্যে অবনতির দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকবে। বিপুল আশাবাদের মধ্য দিয়ে শুরু হলেও ১৯৮৪-৮৫ আর্থিক সালে নির্ধারিত প্রবৃদ্ধি অর্জনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তো দূরের কথা বিভিন্ন অর্থনৈতিক চাপের মুখে শুরু হচ্ছে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছর ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক সাল।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরিপের তথ্যানুসারে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) মাত্র ৩ দশমিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে হিসাব করা হয়েছে। গত বছর জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৪ দশমিক ২ ভাগ। বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবহণ, বাণিজ্য ও

(৩-এর পাতায় দেখুন)

অর্থনৈতিক জরিপ

(১ম পাতার পর)

অন্যান্য খাতের অবদান কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও কৃষি, শিল্প, নির্মাণ ও বাসস্থান খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে বলে অর্থনৈতিক জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষি খাতে '৮৪-৮৫ সালে প্রবৃদ্ধির হার ৬ দশমিক ৪ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ৩ দশমিক ১ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। গত আর্থিক সালে ('৮৩-৮৪) কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার ছিল ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। বলা হয়েছে, বন্যার ফলে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ১৪ লক্ষ বেল পাট, ৪ লক্ষ টন ইক্ষু ও ১ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপাদন কম হওয়ায় কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। আলু, তামাক ও তুলা উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও প্রধান প্রধান শস্যের উৎপাদন ঘাটতি তা পুষিয়ে দিতে পারেনি। ১৯৮৪-৮৫ সালে ১৬৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, ৬০ লক্ষ বেল পাট, ৯৫ মিলিয়ন পাউণ্ড চা ও ৭৫ লক্ষ টন ইক্ষু উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫৭ লক্ষ টন এবং পাট, চা ও ইক্ষু উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪৬ লক্ষ বেল, ৮৪ মিলিয়ন পাউণ্ড ও ৭১ লক্ষ টন।

শিল্পখাতে ১৯৮৪-৮৫ সালে শতকরা ৮ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক ৮ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে শিল্পখাতে অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ দশমিক ৯ ভাগ।

পাট, বস্ত্র, চিনি, চা, সিমেন্ট ইত্যাদি শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন হ্রাসকে শিল্প উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হ্রাসের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাট ও সুতা জাতীয় বস্ত্র উৎপাদনের সূচক (১৯৭৩-৭৪ = ১০০) ১৯৮৩-৮৪ সালের তুলনায় ১৯৮৪-৮৫ সালে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। চিনি উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের ১লক্ষ ৫৫ হাজার টনের স্থলে ১৯৮৪-৮৫ সালে ৮৮ হাজার টনে হ্রাস পেয়েছে। সিমেন্ট উৎপাদনের পরিমাণ ২লক্ষ ৮৬ হাজার টন থেকে ৮৪-৮৫ সালে ২লক্ষ ৭০ হাজার টনে হ্রাস পেয়েছে।

বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে পূর্ববর্তী বছরের ২০ শতাংশের স্থলে ৮৪-৮৫ সালে প্রবৃদ্ধির হার দাড়াবে ২৬দশমিক ৩শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছু বেশী। বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৭ শতাংশ। নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকের চেয়েও কম। এই খাতে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় '৮৪-৮৫ সালে প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার দাড়াবে মাত্র ২ শতাংশে। '৮৩-৮৪ সালেও নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধি

অর্থনৈতিক জরিপের মতে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি, অর্থকরী ফসলের মূল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বেসরকারী খাতে ব্যাংক ঋণ বৃদ্ধিই '৮৪-৮৫ সালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ। '৮৪-৮৫ আর্থিক সালের প্রথম ন' মাসে 'সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ' (এম-১) পূর্ববর্তী বছরের ২১ দশমিক ৭২ শতাংশের স্থলে ৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে একই সময়ে 'ব্যাপক অর্থে মুদ্রা সরবরাহ' (এম-২) বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৩ দশমিক ১৭ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের ঐ সময় ব্যাপক অর্থে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২৬ দশমিক ১০ শতাংশ। মেয়াদী আমানত ৮৫৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক হিসেবে ৩৬৭ কোটি টাকা ঘাটতির কারণেই মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির প্রবণতা রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত লক্ষ্যমাত্রা মাফিক অর্জিত হয়নি। তুলনামূলকভাবে রাজস্ব আয়ের চেয়ে রাজস্ব ব্যয় বেশী করে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই উদ্বৃত্তের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়নি। রাজস্ব ব্যয় ১২ দশমিক ৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৩০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে রাজস্ব আয় মাত্র ৩ দশমিক ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৭৭ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। ফলে রাজস্ব উদ্বৃত্ত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় ২১৯ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। মূল বরাদ্দে রাজস্ব উদ্বৃত্ত হওয়ার কথা ছিল ৭৬৬ কোটি টাকা। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব ব্যয়ের ফলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়াবে মাত্র ৫৪৭ কোটি টাকা।

লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অধিক হারে আমদানী করার ফলে রপ্তানি বাণিজ্যে টাকার অংকে আশাপ্রদ অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। '৮৩-৮৪ সালের ৩ হাজার ৮৬১ কোটি টাকার তুলনায় ৮৪-৮৫ সালে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ হবে ৪ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা। '৮৪-৮৫ সালে ২,২৩৮ কোটি টাকার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রপ্তানি আয় শেষ পর্যন্ত ২,৩৭৫ কোটি টাকা হতে পারে। পূর্ববর্তী বছরের ৫ হাজার ৮৫২ কোটি টাকার স্থলে '৮৪-৮৫ সালে আমদানীর পরিমাণ দাঁড়াবে ৭ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা। ৪ হাজার ৭৮০ কোটি টাকার বাণিজ্য ঘাটতির সঙ্গে অদৃশ্য খাতের নীট ঘাটতি ২৩৩ কোটি টাকা, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পরিশোধ বাবদ ২৩৯ কোটি, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের এসডিআর পুনঃ ক্রয় বাবদ ২৯ কোটি টাকা এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণ পরিশোধ বাবদ ৯৩ কোটি টাকা ব্যয় যোগ করলে অবশ্য মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা। এর থেকে ওয়েজ আর্নার স্কীমের ১ হাজার ১৪০ কোটি টাকা ও বৈদেশিক অর্থ-